ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৯৫৪
আগরতলা,০৫ মার্চ,২০২০

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
জনকল্যানমূলক এবং সামাজিক প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমেই আদর্শ গ্রাম গঠন সম্ভব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি নিজ নিজ এলাকায় রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণদের সদর্থক ভূমিকা নেবার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। জনকল্যাণমূলক এবং সামাজিক প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমেই আদর্শ গ্রাম গঠন সম্ভব বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। আজ আগরতলার পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মডেল রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা গ্রাম থেকেই আসে। সশক্ত গ্রামই সশক্ত রাজ্য গঠনে সক্ষম। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো সঠিকভাবে কাজ করলেই রাজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সদস্যদের মিলিতভাবে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, গ্রাম উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধানরা যেন অধিক পরিমাণে সময় ব্যয় করতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকার তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পাশাপাশি আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের পদাধিকারীগণেরও বেতনভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে পঞ্চায়েত মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন তথ্য বর্তমানে অল্প সময়ের মধ্যেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যায়। এরফলে গ্রামের উন্নয়ন কাজ তরান্বিত হচ্ছে। তিনি বলেন, জনজাতি এলাকায় এম জি এন রেগায় প্রায় ৭১ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে এবং রাজ্যে গড়ে প্রায় ৫৬ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে কতজন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধার অন্তর্ভুক্ত, এলাকায় কতজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি সহ কতজন সামাজিক বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি বিষয়ে তাদের অবগত থাকতে হবে। এছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত এলাকার গর্ভবতী মহিলারা সঠিক সুবিধা পাচ্ছেন কিনা, শিশুর মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ, ম্যালেরিয়ার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন থাকলে এবং এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে সহসাই মডেল রাজ্য গঠন করা যাবে। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে মৌমাছি পালন অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

*****২য় পাতায়

সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ চাষীদের মৌমাছি পালনে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। মাছ চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি জলের তিনস্তরে মাছ চাষ করার কথা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী ক্লাস্টার পদ্ধতিতে চাষাবাদের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। সবশেষে তিনি বলেন, কাজের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনতে হবে। আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। সার্বিকভাবে সকলের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের মিলিতভাবে গ্রামের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যেন পায় সেই দিকে নজর দেওয়ার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্য গুপ্তা বলেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য প্রকল্পগুলির সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য এধরণের প্রশিক্ষণ সহায়ক। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা রাজেন্দ্র কুমার নোয়াতিয়া।

******